EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

জুডিথ এ. ম্যাক্‌হেল

আন্ডার সেক্রেটারি, পাবলিক ডিপ্লোম্যাসি এন্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্স
যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতর

যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের পাবলিক ডিপ্লোম্যাসি ও পাবলিক অ্যাফেয়ার্স বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জুডিথ এ. ম্যাক্‌হেল বহির্বিশ্বের সাথে আমেরিকার জনগণের মেলবন্ধনের কাজটি এগিয়ে নিতে সহায়তা করছেন। প্রেসিডেন্ট ওবামা কর্তৃক নিয়োগ লাভের পর গত ২১শে মে যুক্তরাষ্ট্র সিনেট তা অনুমোদন করে। তিনি ২৬শে মে তারিখে শপথ গ্রহণ করেন।

জুডিথ ম্যাক্‌হেল হলেন "ডিসকভারি কমিউনিকেশন্স"-এর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তিনি দুই দশক ধরে ডিসকভারি চ্যানেলের মূল প্রতিষ্ঠান ডিসকভারি কমিউনিকেশন্স-এর নেতৃত্বে থেকে এটিকে শীর্ষস্থানীয় ও বিশ্বখ্যাত গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের ১৭০টি দেশে একশ' চল্লিশ কোটি গ্রাহক রয়েছে। তিনি সারা বিশ্বে ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলেন। এই কাজের জন্য আর বিশ্বের নানান ধরনের বাজারে সফলতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতকে বুঝে, সেগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এবং স্থানীয় মানুষের মতামতকে কাজে লাগিয়ে তিনি উদ্ভাবনী কৌশল তৈরি করেন।

যুক্তরাষ্ট্র ফরেন সার্ভিসের একজন কর্মকর্তার কন্যা জুডিথ ম্যাকহেল জন্মগ্রহণ করেন নিউইয়র্ক সিটিতে। তিনি বেড়ে ওঠেন বৃটেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকাতে যখন সেখানে বর্ণবৈষম্য চলছিল। শৈশবের শিক্ষা তাকে আজীবন সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং বিশেষ করে আফ্রিকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে জড়ি হতে উদ্বুদ্ধ করে। এই প্রারম্ভিক বছরগুলোতে জুডিথ ম্যাক্‌হেলের পারিবারিক বাড়ি সর্বদা পুলিশের নজরদারিতে থাকতো ও টেলিফোনে আড়িপাতা হতো। তাদের পারিবারিক বন্ধুদের আটক করে তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করা হতো। এই সময় দক্ষিণ আফ্রিকার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বর্ণবাদ-বিরোধী কর্মীদের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে রয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার "লিগ্যাল রিসোর্স সেন্টার"-এর প্রতিষ্ঠাতা ফেলিসিয়া কেনট্রিজ ও তার স্বামী প্রখ্যাত নাগরিক অধিকার বিষয়ক আইনজীবী সিডনী কেনট্রিজ যিনি নিহত বর্ণবাদ-বিরোধী কর্মী স্টিভেন বিকো'র পক্ষে আদালতে প্রতিনিধিত্ব করেন।

ম্যাক্‌হেল যুক্তরাজ্যের নটিংহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং নিউইয়র্কের ফোর্ডহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ল' থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন।

ঊনিশ শ' আশির দশকে তিনি এমটিভি নেটওয়ার্ক্‌স-এ জেনারেল কাউন্সেল হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি এমটিভি, নিকেলোডিওন এবং ভিএইচ-১-এর আইনী বিষয়গুলো দেখাশোনা করতেন। বহু বছরব্যাপী বিদেশে বসবাসের লব্ধ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে জুডিথ ম্যাক্‌হেল কোম্পানির দ্রুত আন্তর্জাতিক সম্প্রসারণে প্রধান স্থপতিতে পরিণত হন।

ঊনিশ শ' সাতাশি সালে জুডিথ ম্যাক্‌হেল ডিসকভারি কমিউনিকেশন্স-এর জেনারেল কনসাল হিসেবে নিযুক্ত হন। সে সময় এটি ছিল ছোট্ট একটি কোম্পানি যেটির একটিমাত্র ক্যাবল চ্যানেল ছিল যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে ক্রমে ক্রমে তিনি চিফ অপারেটিং অফিসার, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করে 'ডিসকভারি'কে ৩৫টি ভাষায় একশ'টিরও বেশি চ্যানেলে উন্নীত করেন এবং ১৭০টিরও বেশি দেশে এক'শ কোটির অধিক গ্রাহকের কাছে এসব চ্যানেল পৌঁছে দিয়ে বিশ্বের অন্যতম সর্বাধিক সফল গণমাধ্যম কোম্পানী হিসেবে এটিকে গড়ে তুলতে সহায়তা করেন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি ডিসকভারির রাজস্ব দশ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে বার্ষিক তিন শ' কোটি ডলারেরও বেশিতে উন্নীত হয়।

'ডিসকভারি'তে ম্যাকহেল ও অন্যরা পৃথিবীজুড়ে মানুষের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপলব্ধি করলেন। তাহলো, মানুষকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করতে হলে তার নিজস্ব পরিভাষাই অধিকতর কার্যকর, যা করতে হবে তাদের ভাষা ও প্রথার ওপর শ্রদ্ধা রেখে। আমেরিকার কার্যক্রম সম্পর্কে শুধুমাত্র উষ্ণ উপস্থাপনার চেয়ে এটি বেশি কার্যকর। আন্তর্জাতিকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে আমেরিকার এমন গণমাধ্যম কোম্পানিগুলোর মধ্যে 'ডিসকভারি' প্রায় এককভাবে সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত ও স্থানীয় মতামতের প্রতি সম্মানের বিষয়টি তার ব্যবসা ও সৃজনশীল কৌশলগুলোর সার হিসেবে স্থান দিয়েছে। দর্শকদের আঞ্চলিক প্রথার প্রতি সম্মান দেখাতে ডিসকভারি তার অনুষ্ঠানমালায় পরিবর্তন এনেছে এবং শুধুমাত্র সাবটাইটেল ব্যবহার না করে ৩৫টি ভাষায় তা অনুবাদ করেছে।

সমগ্র পৃথিবীর মানুষ যেন টেলিভিশনের কোন অনুষ্ঠান উপভোগ করার মাধ্যমে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারে, ম্যাক্‌হেল তারও উপায় খুঁজেছেন। তিনি 'ডিসকভারি' টিভি চ্যানেলে "ওয়াচ উইথ দ্য ওয়ার্ল্ড" নামে অত্যন্ত সফল এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারের অগ্রভাগে ছিলেন। অনুষ্ঠানটি প্রাইম-টাইমে প্রচারিত হতো যা পৃথিবীর সকল প্রান্তের দর্শক একযোগে দেখতে পারতো।

ম্যাক্‌হেল বিভিন্ন শক্তিশালী কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতেও সহায়তা করেন। এগুলোর অন্যতম হচ্ছে ১৯৯৮ সালে বিবিসির সাথে যুগান্তকারী অংশীদারিত্ব -- যা গুণগত মানসম্পন্ন বিষয়ের সঙ্গে বিশ্বব্যাপী পরিবেশন সক্ষমতাকে একটি উদ্ভাবনীমূলক বন্ধনে আবদ্ধ করেছে।

বাইশটি দেশে হাজার হাজার কর্মী ও কার্যালয়সহ একটি দ্রুত-বর্ধনশীল কোম্পানির ব্যবস্থাপক হিসেবে ম্যাক্‌হেল এমন একটি কর্মক্ষেত্র তৈরি করার প্রতি অগ্রাধিকার প্রদান করেন যেখানে কর্মীরা পেশা ও ব্যাক্তিগতভাবে উন্নতি সাধন করতে পেরেছে। বিভিন্ন মানদণ্ডে 'ডিসকভারি' নিরন্তরভাবে সবচেয়ে ভাল

কর্মক্ষেত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম হিসেবে সুনাম অর্জন করে। আর তাই, ২০০৪ সালে তার নেতৃত্বের জন্য "ওয়ার্কিং মাদার" সাময়িকী তাকে "ন্যাশনাল ফ্যামিলি চ্যাম্পিয়ন" সম্মানে ভূষিত করে।

'ডিসকভারি'তে থাকাকালে ম্যাক্‌হেল যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক শিক্ষা এবং উন্নয়ন উদ্যোগ কর্মসূচি চালু করেন। এর মধ্যে রয়েছে "ডিসকভারি চ্যানেল বিশ্ব শিক্ষা অংশীদারিত্ব" কর্মসূচি যা আফ্রিকার গ্রামীণ অঞ্চলে, ল্যাটিন আমেরিকা এবং পূর্ব ইউরোপের দুইশ'টি বিদ্যালয় ও কমিউনিটি সেন্টারগুলোর পাঁচ লাখেরও বেশি শিক্ষার্থীর জন্য বিনা মূল্যে বিভিন্ন শিক্ষা কর্মসূচি এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে থাকে। তার তত্ত্বাবধানে শিক্ষা উদ্যোগসমূহের ক্ষেত্রে ডিসকভারি একইভাবে কঠোর সাংস্কৃতিক স্পর্শকাতরতা এবং স্থানীয়ভিত্তিক পরিচালন প্রক্রিয়া অবলম্বন করে -- যার ফলে প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক ব্যবসার ক্ষেত্রে ব্যাপক সফলতা অর্জন করে। "ডিসকভারি চ্যানেল বিশ্ব শিক্ষা অংশীদারিত্ব" শুরুর আগে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে এবং উগান্ডার বিভিন্ন গ্রামে "লিসেনিং ট্যুর"-এ নেতৃত্ব দেন। এসময় তিনি শিক্ষক ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলেন -- যার উদ্দেশ্য ছিল একটি আস্থার সম্পর্ক তৈরি করা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীসমূহের সুনির্দিষ্ট শিক্ষাসম্পর্কিত আধেয় এবং প্রযুক্তিগত সম্পদ সম্পর্কে আরো ভালো ধারণা লাভ করা যা তাদের জন্য সর্বোচ্চ সুফল বয়ে আনবে।

১৯৯৮ সালে গভর্নর প্যারিস গ্লেনডেনিং চার বছর মেয়াদে ম্যাকহেলকে "ম্যারিল্যান্ড স্টেট বোর্ড অব এডুকেশন"-এর সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেন।

প্রায় ২০ বছর 'ডিসকভারি'তে কাজ করার পর ম্যাক্‌হেল ২০০৬ সালে মেরিল্যান্ডের শেভি চেইজ-ভিত্তিক বেসরকারি ইক্যুইটি ফার্ম "গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফান্ড"-এর অংশীদারিত্বে তার ক্যারিয়ারে একটি নতুন অধ্যায় যুক্ত করেন। তিনি "জিইএফ/আফ্রিকা গ্রোথ ফান্ড" চালু করলেন। এই বিনিয়োগ মাধ্যমের লক্ষ্য হলো ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের উদ্যোগগুলোতে বর্ধিত পুঁজি সরবরাহের উপর গুরুত্বারোপ করা যেগুলো আফ্রিকার উদীয়মান বাজারগুলোতে ভোগ্যপণ্য ও সেবা সরবরাহ করে থাকে। বিনিয়োগের সুযোগসমূহ অনুসন্ধান করতে তিনি আফ্রিকার লুসাকা থেকে দারুসসালাম পর্যন্ত আফ্রিকার বিভিন্ন বাজারে তার উল্লেখযোগ্য সময় ব্যয় করেন এবং সেসব এলাকার উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথা বলেন। এই ফান্ড গঠন আফ্রিকার সঙ্গে দীর্ঘ বন্ধনে ব্যবসা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খার সঙ্গে "ভালো কাজের মাধ্যমে উন্নয়ন করা" -- তার এই দর্শনের সমন্বয় ঘটিয়েছে।

জুডিথ ম্যাক্‌হেল বৈশ্বিক বিষয়াবলি ও উন্নয়নে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থায়ও নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি 'ন্যাশনাল সামিট অন আফ্রিকা'র আফ্রিকা সোসাইটি, 'আফ্রিকেয়ার', 'কলোনিয়াল উইলিয়াম্‌সবার্গ ফাউন্ডেশন', 'ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ইনস্টিটিউট' এবং 'ভাইটাল ভয়েসেস'-এর পর্ষদসমূহে কাজ করেছেন। তিনি ২০০৮ সালে ডেমোক্র্যাটিক ন্যাশনাল কনভেনশনের প্ল্যাটফর্ম কমিটির সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

==========

জিআর/ ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ২০১০